بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৮শে জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পাকিস্তানের আহমদী, মুসলিম বিশ্ব এবং বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **'বনু নযীর'** এর যুদ্ধের আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে উল্লেখ করেন, মহানবী (সা.) বনু নযীরের দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় ইমামুস সালাত নিযুক্ত করেন এবং স্বয়ং সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে তাদের আবাসস্থল তথা দুর্গ অবরোধ করেন, সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী যারা নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করেছিল। এদিকে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বনু নযীরের নেতৃবৃন্দের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, তোমরা কোনো অবস্থায়ই মুসলমানদের কাছে নতি স্বীকার করবে না। আমরা তোমাদের সাথে আছি, আর তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব। কিন্তু বনু নযীর অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তারা মহানবী (সা.)-এর বিপক্ষে প্রকাশ্যে কোনো প্রকার সাহায্য করার আর সাহস পায়নি। অনুরূপভাবে বনু কুরায়যা বা অন্য কোনো গোত্রও তাদেরকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। যাহোক, তারা এক মজবুত দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মনে করেছিল যে, মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর এভাবে এক সময় বিরক্ত হয়ে তারা অবরোধ তুলে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে যাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ছয় দিন, মতান্তরে পনেরো দিন বা বিশ দিন কিংবা তেইশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) দুর্গের বাইরে বনু নযীরের কিছু অপ্রয়োজনীয় খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলো মূলত ফলদায়ক ছিল না। ইহুদীরা এ গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে তির ও পাথর নিক্ষেপ করছিল। তাই তিনি এগুলো কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বনু নযীর ভয় পেয়ে নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয় আর এভাবে কয়েকটি গাছের ক্ষতির বিনিময়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণের ক্ষতি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গাছ কাটার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় এবং মাত্র ছয়টি গাছ কাটার পরই বনু নযীর সম্ভবত এ ধারণা করেছিল যে, মুসলমানরা তাদের সমস্ত ফলবান গাছ কেটে ফেলছে তাই তারা চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। এখানে মূলত আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দেন এবং তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর তারা এই শর্তে দুর্গের ফটক খুলে দেয় যে, তাদেরকে এখান থেকে সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে এটি সেই শর্তই ছিল যা মহানবী (সা.) প্রথমে তাদেরকে দিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল কেবলই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, তাই তিনি (সা.) মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ও অন্যান্য কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বনু নযীরের এই শর্ত মেনে নেন এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে নিযুক্ত করেন; তিনি যেন নিজের তত্ত্বাবধানে বনু নযীরকে নিরাপদে মদীনা থেকে বের করে দেন। সমালোচকরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি বনু নযীরকে কেন দেশান্তরিত করলেন? হুযূর (আই.) বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের ভেবে দেখা উচিত, অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধ, রাষ্ট্রপ্রধানকে বারবার হত্যার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা, দুর্গাবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করা এবং শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী সেই ইহুদীদেরকে তিনি (সা.) কেবলমাত্র অবরুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর শান্তিপ্রিয়তা, সন্ধির বাসনা, মানবতার প্রতি দয়া ও কৃপার মহান আদর্শ এর আলোকেও প্রতিভাত হয় যে, তিনি তাদেরকে এখান থেকে শান্তি ও নিরাপদে দেশান্তরিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তদুপরি তিনি তাদেরকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সমস্ত আসবাবপত্র নেয়ারও অনুমতি প্রদান করেছিলেন।'**

বনু নযীরকে নির্বাসিত করার সময় মহানবী (সা.) চারটি শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন। **প্রথমত**, বনু নযীরের সদস্যরা মদীনা ছেড়ে যেখানে যেতে চায় যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত**, দেশান্তরিত হওয়ার সময় তারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র অবস্থায় যাবে। **তৃতীয়ত**, যে পরিমাণ আসবাবপত্র তারা সাথে করে নিয়ে যেতে চায় নিতে পারবে। **চতুর্থত**, ইহুদীদের আসবাবপত্র নিয়ে যাবার পর অবশিষ্ট সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হবে। এর ফলে দেখা যায়, দেশান্তরের সময় ইহুদীরা ছয়শ' উটের ওপর তাদের স্ত্রী-সন্তানদের ছাড়াও আসবাবপত্র বোঝাই করে নিয়ে যায়।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, বনু নযীর নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে এবং এর দরজা ও চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা মদীনা থেকে এমন ধুমধামের সাথে গানবাজনা করতে করতে বের হয়ে যায় যেভাবে বরযাত্রী যাত্রা করে থাকে। তাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং বাগান প্রভৃতি যেসব ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, যেহেতু কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই এ অভিযানে জয় লাভ হয়েছিল তাই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দরিদ্র মুহাজিরদের মাঝে এর অধিকাংশ বন্টন করে দেন এবং শুধুমাত্র দুজন দরিদ্র আনসারী এথেকে অংশ লাভ করেন। বস্তুত এভাবে যারা আনসারের সম্পদের ওপরে বোঝা হয়ে ছিল তারা স্বাধীন হয়ে যায় এবং অপরদিকে পরোক্ষভাবে আনসাররাও মালে গণিমতের অংশীদার হয়ে যায়।

মহানবী (সা.) মালে গণিমত বন্টনের সময় হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-কে বলেন, আমার সামনে তোমার জাতিকে একত্রিত করো অর্থাৎ, সমস্ত আনসারকে ডেকে নিয়ে আসো। তিনি অওস ও খাযরাজের সমস্ত আনসারকে ডেকে আনেন। অতঃপর তিনি (সা.) মুহাজিরদের প্রতি আনসারের সদয় আচরণের উল্লেখ করে বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীরের প্রাপ্ত সম্পদ তোমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে মুহাজিররা

তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করবে এবং তোমাদের সম্পদেরই মালিক থাকবে। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে এই সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার অনুমতি দাও তাহলে তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে। তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের সম্পদও তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীরের সমস্ত সম্পদও তাদেরকে দেয়া হোক। অন্যান্য আনসারও এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। মহানবী (সা.) তাদের আত্মনিবেদনের এরূপ স্পৃহা দেখে খুবই খুশি হন এবং বলেন, **হে আল্লাহ্! সকল আনসার এবং তাদের উত্তরাধিকারের প্রতি দয়া করো।**

এরপর মহানবী (সা.) বনু নযীরের ফেলে যাওয়া অধিকাংশ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে এবং অবশিষ্ট সম্পদ দু'জন দরিদ্র আনসার সাহাবী হযরত সুহায়েল বিন হুনায়ফ এবং হযরত আবু দুজানা (রা.)-কে প্রদান করেন আর কিছু অংশ তাঁর (সা.) সহধর্মিনীদের খরচের জন্য রাখেন। এক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) বনু নযীরের বাগান থেকে লব্ধ সম্পদ দ্বারা তাঁর সহধর্মিনীদের সারা বছরের খরচ প্রদান করেন আর যা অবশিষ্ট থাকে তা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করেন। এছাড়া এ সম্পদ দ্বারা দরিদ্র ও অসহায়দেরও সাহায্য করা হতো। বনু নযীরের সাতটি বাগান ছিল যা মুক্ত ক্রীতদাস হযরত আবু রাফে' (রা.) দেখাশোনা করতেন।

ইহুদীদের দেশান্তরের সময় কিছু আনসার তাদের পুত্রদের যেতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, যারা আনসারের মানত পূরণ করতে গিয়ে ইহুদী হয়ে গিয়েছিল আর বনু নযীর তাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আনসারের এই আবেদন ইসলামী শিক্ষা '**লা ইকরাহা ফিদ্বীন** অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই এর বিরোধী হওয়ায় মহানবী (সা.) মুসলমানদের আবেদন নাকচ করে দেন এবং বলেন, **যারা ইহুদী হয়েছে এবং তাদের সাথে যেতে চায় তাদেরকে আমরা বাধা দিতে পারি না, তবে বনু নযীরের দু'জন ব্যক্তি সানন্দে মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে যান।** হুযূর (আই.) বলেন, **বনু নযীরের বিবরণ এখানেই সমাপ্ত হলো। আগামীতে অন্য কোনো যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, **'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানকার সামগ্রীক পরিস্থিতিরও উন্নতি করুন এবং আহমদীদেরও স্বীয় সুরক্ষার চাদরে আবৃত করে রাখুন। সারা বিশ্বের মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন, তারাও যেন যুগ ইমামকে মেনে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরায় অর্জন করতে পারে। সারা বিশ্বে যুদ্ধের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে সেজন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এবং প্রত্যেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে এর ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষিত রাখুন।'**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত